বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া

‘আয-যিক্‌র ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ্ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্’
গ্রন্থের অনুবাদ

মূল (আরবি):

শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি ﷾

অনুবাদ:

শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ২০

গ্রন্থকার পরিচিতি ২৩

ভূমিকা.....২৪

বহুল-ব্যবহৃত চিহ্ন ২৮

প্রথম পর্ব: যিকর বা আল্লাহর স্মরণ..... ২৯

প্রথম অধ্যায়: আল্লাহর স্মরণের মহত্ত্ব ৩০

আল্লাহর স্মরণের মহত্ত্ব: মহান কুরআনের বাণী ৩০

আল্লাহর স্মরণের মহত্ত্ব: সুন্নাহ'র বিবরণী ৩২

মহিমান্বিত কুরআন পাঠের মহত্ত্ব.....৩৪

সালাতে কুরআন পাঠের মহত্ত্ব ৩৫

কুরআন শেখা, শেখানো ও সামষ্টিক অধ্যয়নের মহত্ত্ব ৩৬

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও ত্রুটিহীনতা ঘোষণার মহত্ত্ব ৩৭

নবি ﷺ যেভাবে তাসবীহ্ পাঠ করতেন ৪২

আল্লাহর যিকর ও নবি ﷺ-এর দরুদ পাঠ হয় না—এমন মজলিশে বসার ব্যাপারে সতর্কবাণী ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআন ও সুন্নাহ'র যিকরসমূহ ৪৩

ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে উঠে ৪৩

ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় দুআ ৪৩

ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করার মহত্ত্ব ৪৬

কাপড় পরিধান ও খুলে রাখার সময় ৪৬

কাপড় বা পাগড়ি অথবা অনুরূপ কিছু পরিধান করার দুআ.....৪৬

নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ..... ৪৭

নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য দুআ ৪৭
কাপড় খুলে রাখার সময় দুআ ৪৮
টয়লেটে ঢুকা ও বের হওয়া ৪৮
টয়লেটে ঢুকার সময় দুআ ৪৮
টয়লেট থেকে বের হওয়ার দুআ ৪৯
ওযু করার সময় ৪৯
ওযুর শুরুতে আল্লাহর স্মরণ ৪৯
ওযু শেষে যিকর ৪৯
ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশের সময় ৫০
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যিকর ৫০
ঘরে ঢুকার সময় যিকর ৫১
ঘরে ঢুকার সময় দুআ পড়ার মহত্ত্ব ৫১
মাসজিদে প্রবেশ ও মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ৫২
মাসজিদে যাওয়ার সময় দুআ ৫২
মাসজিদে প্রবেশ ও সেখান থেকে বের হওয়ার দুআ ৫৩
আযান শুনে ৫৪
আযানের সময় যিকর ৫৪
আযানের সময় ও তার পরে যিকরসমূহের সারকথা ৫৫
মাসজিদের ভেতর হারানো-বিজ্ঞপ্তি ও বেচাকেনা ৫৬
যে-ব্যক্তি মাসজিদে হারানো-বিজ্ঞপ্তি দেয়, তার ব্যাপারে দুআ ৫৬
যে-ব্যক্তি মাসজিদে বেচাকেনা করে, তার ব্যাপারে দুআ ৫৭
সালাত আদায়ের সময় ৫৭
সালাতের শুরুতে দুআ ৫৭
রুকূ'র সময় দুআ ৬১
রুকূ থেকে ওঠার সময় দুআ ৬২
সাজদায় দুআ ৬৩
দু' সাজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দুআ ৬৫
সাজদার আয়াত পড়ে সাজদা দেওয়ার মহত্ত্ব ৬৬
সাজদার আয়াত পড়ে সাজদায় গিয়ে দুআ ৬৬
সাধারণ অবস্থায় সাজদার আয়াত পড়ার পর দুআ ৬৬
তাশাহহুদ ৬৭

তাশাহ্হুদের পর নবি ﷺ-এর জন্য দরুদ পাঠ ৬৭
তাশাহ্হুদের পর সালাম ফেরানোর আগে দুআ ৬৮

সালাতের শেষে ৭৩
সালাত শেষে সালাম ফেরানোর পর যিকর ও দুআ ৭৩
ফজরের সালাতের পর যিকরের মহত্ত্ব ৭৭

কিছু বিশেষ সালাত ৭৮
তাওবা'র সালাত ৭৮
ইস্তিখারা'র সালাত ৭৯

সকাল-সন্ধ্যার যিকর ৮০

ঘুমুতে যাওয়ার সময় ৯১
ঘুমানোর সময় যিকর ৯১

ঘুমের মধ্যে ১০৫
রাতের বেলা পার্শ্ব-পরিবর্তন করার সময় দুআ ১০৫
ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে যে দুআ পড়তে হয় ১০৫
স্বপ্ন দেখার পর করণীয় ১০৫
খারাপ স্বপ্ন দেখলে ব্যক্তির যা যা করণীয়: ১০৬
বিতর সালাতে কুনূতের দুআ ১০৬

বিতর সালাতে সালাম ফেরানোর পর ১০৮

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে ১১০

মানুষের অনিষ্টের বিপরীতে ১১২
শত্রু ও প্রতাপশালীর মুখোমুখি হলে ১১২
শাসকের জুলুমের আশঙ্কা দেখা দিলে ১১৩
শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে দুআ ১১৪
কোনও লোকবল দেখে আতঙ্কিত হলে ১১৪

অন্তরে কুমন্ত্রণা অথবা ঈমানে সন্দেহ দেখা দিলে ১১৭
সংশয় ও কুমন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে যা যা বলা ও করা উচিত ১১৮

ঋণ পরিশোধের দুআ ১১৯

শয়তানের কুমন্ত্রণা মোকাবিলায় ১২০
সালাত বা কুরআন তিলাওয়াতের সময় শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে ১২০
শয়তানের শত্রুতা ১২০

কোনও কঠিন বিষয়ের মুখোমুখি হলে ১২০
কোনও গোনাহ হয়ে গেলে ১২০
যে দুআ শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা তাড়ায় ১২১
প্রথম দুআ ১২১
দ্বিতীয় দুআ ১২১
শয়তান তাড়ানোর জন্য যা যা বলা ও করা উচিত ১২৩
অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে ১২৩
নবজাতকের পিতার জন্য দুআ ও তার জবাব ১২৪
সন্তান ও অন্যদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে দেওয়ার দুআ ১২৫
অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দুআ ১২৫
অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য দুআ ১২৫
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মহত্ত্ব ১২৬
মুমূর্ষু রোগীর দুআ ১২৬
মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যে দুআ পড়তে উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত ১২৮
বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হলে ১২৮
অসুস্থ ও মৃতব্যক্তির পাশে ১২৯
মৃতব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় দুআ ১২৯
জানাযার সময় ১২৯
জানাযায় মৃতব্যক্তির জন্য দুআ ১২৯
শিশুর জানাযায় দুআ ১৩১
শোকপ্রকাশের দুআ ১৩২
দাফনের সময় ১৩৩
মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় দুআ ১৩৩
মৃতব্যক্তিকে দাফনের পর দুআ ১৩৩
কবর যিয়ারতের দুআ ১৩৪
তীব্র বায়ুপ্রবাহ শুরু হলে ১৩৪
বজ্রপাতের সময় ১৩৫
মেঘ-বৃষ্টির ক্ষেত্রে ১৩৬
ইস্‌তিস্‌কা বা মেঘ-বৃষ্টির প্রয়োজন হলে ১৩৬
বৃষ্টির মুখোমুখি হলে ১৩৭

বৃষ্টি দেখলে ১৩৭
বৃষ্টি বর্ষণের পর ১৩৮
অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির সময় ১৩৮
নতুন চাঁদ দেখলে ১৩৮
ইফতারের সময় ১৩৯
খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৩৯
খাওয়ার শুরুতে ১৩৯
খাওয়া শেষে ১৪০
দাওয়াত ও মেহমানদারি ১৪১
মেজবানের জন্য মেহমানের দুআ ১৪১
যে পানীয় পান করায়, তার জন্য দুআ ১৪১
রোযাদারের দুআ ১৪৩
কারও ঘরে ইফতার করার পর ১৪৩
সিয়াম পালনকারীর সামনে খাবার আসলে ১৪৪
রোযাদারকে কেউ গালি দিলে ১৪৪
খাবার ও পানীয় গ্রহণের শিষ্টাচার ১৪৪
প্রথম ফল দেখার পর দুআ ১৪৭
হাঁচি ও হাই তোলার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ১৪৮
কতবার হাঁচির জবাব দিতে হবে? ১৫০
কাফিরের হাঁচির জবাবে যা বলতে হয় ১৫০
বিয়ের দুআসমূহ ১৫১
খুতবাতুল হাজাহ্ বা জরুরি প্রয়োজনের বক্তব্য ১৫১
নববিবাহিতের জন্য দুআ ১৫২
নববিবাহিতের পাঠ করার দুআ ১৫২
রাগান্বিত হলে ১৫৩
বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে ১৫৩
বৈঠকে বসলে ১৫৪
বৈঠক চলাকালে দুআ ১৫৪
বৈঠকের কাফ্ফারা ১৫৪
গণবৈঠক থেকে ওঠার সময় জ্ঞানী ব্যক্তির দুআ ১৫৪

অপরের কল্যাণ কামনায় ১৫৬
কেউ আপনার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলে ১৫৬
কেউ আপনার জন্য ভালো কাজ করলে ১৫৬
দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ১৫৬
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে কেউ আপনাকে পছন্দ করলে ১৫৭
কেউ সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাইলে, তার জন্য দুআ ১৫৭
ঋণ পরিশোধের সময় দুআ ১৫৭
শিরকের আশঙ্কার ক্ষেত্রে দুআ ১৫৮
কেউ বরকতের দুআ করলে ১৫৮
কোনও কিছু কুলক্ষুণে মনে হলে ১৫৯
বাহনে আরোহণ করার সময় ১৫৯
সফরে বের হলে ১৬০
কোনও জনপদ বা অঞ্চলে প্রবেশের সময় ১৬১
বাজারে ঢুকার সময় ১৬২
বাহন হোঁচট খেলে ১৬২
মুসাফিরের পক্ষ থেকে দুআ ১৬৩
মুসাফিরের জন্য দুআ ১৬৩
সফর চলাকালে ১৬৩
সফরে তাকবীর ও তাসবীহ্ পাঠ ১৬৩
শেষ রাতে মুসাফিরের দুআ ১৬৪
কোথাও যাত্রাবিরতি দিলে ১৬৪
সফর থেকে ফেরার পথে ১৬৪
পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় কিছু দেখলে ১৬৫
নবি ﷺ-এর উদ্দেশে দরুদ পড়ার মহত্ত্ব ১৬৫
সালাম ও তার নিয়মকানুন ১৬৭
পশুপাখির ডাকে ১৬৯
মোরগ ডাকলে ও গাধা চিৎকার করলে..... ১৬৯
রাতের বেলা কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনলে ১৬৯
নিন্দায় ও প্রশংসায় ১৭০

কাউকে কটু কথা বলে থাকলে, তার জন্য দুআ ১৭০
অপর মুসলিমের প্রশংসা করতে চাইলে যা বলবে ১৭০
নিজের প্রশংসা শুনলে, যা বলা উচিত ১৭১
হাজ্জ ও উমরায় ১৭১
হাজ্জ বা উমরায় তালবিয়া পাঠের নিয়ম ১৭১
রুকনুল আসওয়াদে পৌঁছে তাকবীর পাঠ ১৭১
রুকনে ইয়ামানি ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে দুআ ১৭১
সাফা-মারওয়ায় অবস্থানের সময় দুআ ১৭২
আরাফার দিন দুআ ১৭২
(মুযদালিফায়) আল-মাশআরুল হারামে যিকর ১৭৩
জামরায় পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ ১৭৩
বিস্মিত হলে ১৭৩
খুশির সংবাদ পেলে ১৭৬
শরীরের কোনও অংশে ব্যথা অনুভূত হলে ১৭৬
নজর লাগার আশঙ্কা হলে ১৭৭
আতঙ্কিত হলে ১৭৭
পশু জবাই করার সময় ১৭৮
শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে চাইলে ১৭৯
ইসতিগফার ও তাওবা ১৭৯
শয়তানের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য কিছু করণীয় ১৮৩

দ্বিতীয় পর্ব: দুআ ১৮৪

দুআ: কুরআন-সুন্নাহ'র বিবরণী ১৮৫
প্রথম অধ্যায়: দুআর মর্মকথা ও প্রকারভেদ ১৮৫
দুআর মর্মকথা ১৮৫
যিকর বা আল্লাহর স্মরণের মর্মকথা ১৮৬
দুআর প্রকারভেদ ১৮৭
ইবাদাতরূপী দুআ ১৮৭
যাচনা-রূপী দুআ ১৮৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুআর মহত্ত্ব ১৯৩

তৃতীয় অধ্যায়: দুআ কবুলের শর্ত ও যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না.....১৯৫

দুআ কবুলের শর্তাবলি ১৯৫

প্রথম শর্ত: ইখলাস বা একনিষ্ঠতা ১৯৬

দ্বিতীয় শর্ত: শারীআর আনুগত্য ১৯৭

তৃতীয় শর্ত: আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ২০০

চতুর্থ শর্ত: অন্তরকে হাজির ও বিনীত রাখা ২০২

পঞ্চম শর্ত: দৃঢ়তা বজায় রাখা ২০৩

যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না.....২০৩

প্রথম প্রতিবন্ধকতা: খাবার, পানীয় ও পোশাকে হারামের আধিক্য ২০৩

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা: দ্রুত ফল না পাওয়ায় দুআ বন্ধ করে দেওয়া ২০৫

তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা: অবাধ্যতা ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া ২০৬

চতুর্থ প্রতিবন্ধকতা: যে-কাজ করা আবশ্যক, তা ছেড়ে দেওয়া ২০৭

পঞ্চম প্রতিবন্ধকতা: গোনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দুআ ২০৭

ষষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা: আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা, ফলে তিনি প্রার্থিত বস্তুর চেয়ে অধিক উত্তম কিছু দেন ২০৭

চতুর্থ অধ্যায়: দুআ করার নিয়মকানুন ২০৯

১. দুআর শুরুতে ও শেষে আল্লাহর প্রশংসা ও নবি ﷺ-এর দরুদ পাঠ করা ২০৯

২. প্রাচুর্য ও প্রশান্তির সময় বেশি করে দুআ করা ২১০

৩. নিজের, পরিবার, সম্পদ ও সন্তানের বিরুদ্ধে বদদুআ না করা ২১০

৪. নিচু স্বরে দুআ করা ২১০

৫. দুআর মধ্যে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করা ২১১

৬. একনাগাড়ে দুআ করে যেতে থাকা ২১২

৭. শারীআ-সম্মত ওসীলা অবলম্বন করা ২১২

৮. দুআর সময় গোনাহ ও নিয়ামাতের স্বীকৃতি ২১৮

৯. দুআর মধ্যে ছন্দময় কথা না বলা ২১৮

১০. তিনবার দুআ করা ২১৯

১১. কিবলামুখী হয়ে দুআ করা ২১৯

১২. দুআয় হাত উত্তোলন করা ২২০

১৩. সুযোগ থাকলে দুআর আগে ওযু করে নেওয়া ২২০

১৪. দুআর মধ্যে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা ২২১

১৫. আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের অভাব-অনুযোগ পেশ করা ২২২

১৬. অপরের জন্য দুআ করার সময় নিজেকে দিয়ে শুরু করা ২২২

১৭. দুআর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় শব্দ না বাড়ানো ২২২

১৮. তাওবা করে হারাম থেকে ফিরে আসা ২২৩
১৯. নিজের সঙ্গে পিতা-মাতার জন্য দুআ করা ২২৩
২০. নিজের সঙ্গে মুমিন নারী-পুরুষদের জন্য দুআ করা ২২৪
২১. শুধু আল্লাহর কাছে চাওয়া ২২৪
পঞ্চম অধ্যায়: দুআ কবুলের সময় ২২৫
১. লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত ২২৫
২. ফরজ সালাতসমূহের পর ২২৫
৩. শেষ রাতে ২২৫
৪. আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় ২২৬
৫. ফরজ সালাতের আযানের সময় ২২৬
৬. সালাতের ইকামাতের সময় ২২৭
৭. বৃষ্টির সময় ২২৭
৮. আল্লাহর রাস্তায় লড়াই তীব্র রূপ ধারণ করলে ২২৭
৯. প্রতি রাতে কিছুক্ষণ সময় ২২৭
১০. জুমুআর দিন অল্প কিছুক্ষণ সময় ২২৭
১১. সৎ নিয়তে জমজমের পানি পান করার সময় ২২৮
১২. সাজদায় ২২৮
১৩. রাতে ঘুম থেকে উঠে নির্দিষ্ট দুআ পড়ে ২২৯
১৪. ইউনুস ﷺ-এর দুআ পাঠ করার পর ২২৯
১৫. মুসিবতের সময় নির্দিষ্ট দুআ পড়ে ২২৯
১৬. কারও মৃত্যুর পর মানুষ যখন দুআ করে ২৩০
১৭. সালাতের শুরুতে বিশেষ দুআ পড়ার সময় ২৩০
১৮. সালাতের শুরুতে আরেকটি বিশেষ দুআ পড়ার সময় ২৩১
১৯. ইমামের পেছনে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় ২৩১
২০. রুকূ থেকে ওঠার সময় ২৩২
২১. ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মুসল্লির আমীন মিলে গেলে ২৩২
২২. রুকূ থেকে উঠে বিশেষ দুআ পড়ার সময় ২৩২
২৩. শেষ বৈঠকে নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পড়ার পর ২৩২
২৪. সালাতে সালাম ফেরানোর আগে ২৩৩
২৫. সালাম ফেরানোর আগে আরেকটি দুআয় ২৩৩
২৬. আরেকটি দুআয় ২৩৪
২৭. ওযুর পর নির্দিষ্ট দুআ পাঠকালে ২৩৪
২৮. আরাফার দিন আরাফার ময়দানে ২৩৫
২৯. সূর্য ঢলে পড়ার পর যুহরের আগে ২৩৫
৩০. রমাদান মাসে ২৩৬

৩১. যিকরের মজলিশে মুসলিমদের সমাবেশে ২৩৬
৩২. মোরগ ডাকার সময় ২৩৭
৩৩. অন্তর যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী থাকে ২৩৭
৩৪. যুল হিজ্জাহ মাসের দশ দিন ২৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: দুআ কবুলের স্থান ২৩৮

১. তাশরীকের দিনগুলোতে জামরায় পাথর নিক্ষেপের স্থানে ২৩৮
২. কা'বা অথবা হিজরের ভেতর ২৩৮
৩. হাজ্জ ও উমরা-পালনকারীদের জন্য সাফা ও মারওয়ায় দুআ ২৩৯
৪. কুরবানির দিন মাশআরুল হারামে হাজীদের দুআ ২৩৯
৫. আরাফার দিন আরাফার ময়দানে হাজীদের দুআ ২৪০

সপ্তম অধ্যায়: নবি-রাসূলগণের ডাকে আল্লাহর সাড়া ২৪১

১. আদম ﷺ ২৪১
২. নূহ ﷺ ২৪১
৩. ইবরাহীম ﷺ ২৪৩
৪. আইয়ূব ﷺ ২৪৩
৫. ইউনুস ﷺ ২৪৪
৬. যাকারিয়্যা ﷺ ২৪৪
৭. ইয়াকূব ﷺ ২৪৫
৮. ইউসুফ ﷺ ২৪৭
৯. মূসা ﷺ ২৪৭
১০. মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ ﷺ ২৪৮

অষ্টম অধ্যায়: যাদের দুআ কবুল হয় ২৫৬

১. এক মুসলিমের অনুপস্থিতিতে আরেক মুসলিমের দুআ ২৫৬
২. মজলুমের দুআ ২৫৬
৩. সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ ২৫৭
৪. সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার বদদুআ ২৫৭
৫. মুসাফিরের দুআ ২৫৭
৬. রোযাদারের দুআ ২৫৮
৭. ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ ২৫৮
৮. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ ২৫৮
৯. নেক সন্তানের দুআ ২৫৮
১০. যে-ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে নির্দিষ্ট দুআ পড়ে ২৫৮
১১. নিরুপায় ব্যক্তির দুআ ২৫৯
১২. ওযু করে যিকর করতে করতে ঘুমিয়ে-পড়া ব্যক্তির দুআ ২৬০
১৩. ইউনুস ﷺ-এর দুআ-পাঠকারীর দুআ ২৬০

১৪. যে-ব্যক্তি মুসিবতে-পড়ে নির্দিষ্ট দুআ পড়ে ২৬১
১৫. যে-ব্যক্তি ইসমে আযম-এর ওসীলা দিয়ে দুআ করে ২৬১
১৬. পিতা-মাতার জন্য নেক সন্তানের দুআ ২৬২
১৭. হাজ্জ আদায়কারীর দুআ ২৬৩
১৮. উমরা আদায়কারীর দুআ ২৬৩
১৯. আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারীর দুআ ২৬৩
২০. আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারীর দুআ ২৬৩
২১. আল্লাহর প্রিয় ও সন্তোষভাজন ব্যক্তির দুআ ২৬৩

নবম অধ্যায়: মানুষের জীবনে দুআর গুরুত্ব ২৬৬

বান্দা তার রবের মুখাপেক্ষী ২৬৬
বান্দা তার রবের কাছে যা চাইবে ২৬৭
আল্লাহর কাছে যা চাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ২৬৮
১. হিদায়াত বা পথ-নির্দেশনা ২৬৮
২. গোনাহ মাফ ২৭০
৩. জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে রেহাই ২৭২
৪. দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও কল্যাণ ২৭৩
৫. দ্বীনের উপর অবিচলতা ও সকল কাজে উত্তম পরিণতি ২৭৪
৬. নিয়ামাত বা অনুগ্রহের স্থায়িত্ব ২৭৫
৭. বিভীষিকা, দুর্দশা, মন্দ পরিণতি ও শত্রুর উল্লাস থেকে আশ্রয় ২৭৬

দশম অধ্যায়: কুরআন-সুন্নাহতে উল্লেখকৃত দুআসমূহ ২৭৭

তৃতীয় পর্ব: রুকৃইয়া বা ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা ৩১৮

প্রথম অধ্যায়: কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে চিকিৎসা করার গুরুত্ব ৩১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সকল রোগের চিকিৎসা ৩২২

জাদু ও তার চিকিৎসা ৩২২
ভবিষ্যদ্-বক্তা অথবা গণক কিংবা জাদুকরের দ্বারস্থ হওয়া ৩২২
বড় কবীরা গোনাহের একটি হলো জাদু ৩২২
জাদুর চিকিৎসা ৩২৩
জাদুগ্রস্ত হওয়ার আগে, জাদু থেকে বাঁচার উপায় ৩২৩
জাদুগ্রস্ত হওয়ার পর, তার চিকিৎসা ৩২৬
প্রথম পদ্ধতি: সুযোগ থাকলে জাদুর উপকরণ নষ্ট করে ফেলা ৩২৬
দ্বিতীয় পদ্ধতি: শারীআ-সম্মত ঝাড়ফুঁক ৩২৬
তৃতীয় পদ্ধতি: হিজামা ৩৩৩

চতুর্থ পদ্ধতি: প্রাকৃতিক ঔষধ ৩৩৩
বদ-নজর/চোখ/কুদৃষ্টি লাগার চিকিৎসা ৩৩৪
প্রথম পদ্ধতি: নিবারণমূলক বা আক্রান্ত হওয়ার আগেই ৩৩৪
দ্বিতীয় পদ্ধতি: নিরাময়মূলক বা আক্রান্ত হওয়ার পর ৩৩৫
তৃতীয় পদ্ধতি: হিংসুকের নজর প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করা ... ৩৩৫
মানুষকে জিনে-ধরার চিকিৎসা ৩৩৭
প্রথম পদ্ধতি: আক্রান্ত হওয়ার আগে ৩৩৭
দ্বিতীয় পদ্ধতি: জিনে-ধরার পর ৩৩৭
মানসিক রোগব্যাধির চিকিৎসা ৩৩৮
ক্ষত ও আঘাতের চিকিৎসা ৩৪২
বিপদ-মুসিবতে প্রতিকার ৩৪২
পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় করণীয় ৩৪৪
উদ্বেগ নিরসনে ৩৪৫
অসুস্থ ব্যক্তির আত্মচিকিৎসা ৩৪৬
সেবার মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা ৩৪৭
ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা ও আঁতকে ওঠার প্রতিকার ৩৪৭
জ্বরের চিকিৎসা ৩৪৭
বিষাক্ত প্রাণীর হুল ফুটানো ও দংশনের চিকিৎসা ৩৪৭
রাগের প্রতিকার ৩৪৮
প্রথম পদ্ধতি: রাগের কার্যকারণ থেকে দূরে থাকা ৩৪৮
দ্বিতীয় পদ্ধতি: রাগান্বিত হয়ে পড়লে করণীয় ৩৪৮
কালিজিরার মাধ্যমে চিকিৎসা ৩৪৮
মধুর মাধ্যমে চিকিৎসা ৩৪৮
জমজমের পানি দিয়ে চিকিৎসা ৩৪৯
আত্মিক রোগের চিকিৎসা ৩৪৯
আত্মা তিন ধরনের ৩৪৯
১. সুস্থ আত্মা ৩৪৯
২. মৃত আত্মা ৩৫০
৩. অসুস্থ আত্মা ৩৫০
আত্মিক রোগ দু' ধরনের ৩৫১
আত্মিক রোগ চিকিৎসার চারটি উপায় ৩৫১

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করার জন্য। আর মানুষের এ দাসত্বের মনোভাব ফুটে ওঠে দুআর মধ্য দিয়ে। তাই নবি ﷺ বলেছেন, "দুআই হলো ইবাদাত।" (বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭১৪) দুআ মুমিনের হাতিয়ার—প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার অবলম্বন। দুআ মুমিন-জীবনে আল্লাহ তাআলার অনুপম উপহার। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন—আমরা তাঁকে ডাকলে, তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। (দ্রষ্টব্য: সূরা আল-মু'মিন ৪০:৬০) দুআর শক্তি অপরিসীম; কেবল দুআ-ই পারে তাকদীর বা ভাগ্যের লিখনকে পর্যন্ত বদলে দিতে! (তিরমিযি, ২১৩৯)

'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া' গ্রন্থটি শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্তানি ﷺ-এর *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থের অনুবাদ। এ গ্রন্থেরই অংশবিশেষ নিয়ে লেখক তাঁর হিস্নুল মুসলিম নামক সুপরিচিত পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন। দুআর বই হিসেবে হিস্নুল মুসলিম এক অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন জীবনের দুআগুলো সেখানে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তা ছাড়া, আকারে ছোটো হওয়ায় তা বহন করাও সহজ। কিন্তু যে-কোনও ছোটো বইয়ের একটি সাধারণ সমস্যা হলো, তাতে একটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে না। দুআর বইয়ের ক্ষেত্রে এ কথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য, কারণ দুআগুলো নেওয়া হয় নবি ﷺ-এর হাদীস থেকে, আর হাদীস-গ্রন্থ-অধ্যয়নে-অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাদীসগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত, অন্যান্য হাদীসের সহযোগিতা ছাড়া যার প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয় না; এমতাবস্থায় যদি দুআটিকে সংশ্লিষ্ট হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়, তখন নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন—তা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তাই, বাংলা ভাষায় আমরা এমন একটি দুআর বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, যেখানে বিশুদ্ধ হাদীসের বিবরণীতে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল দুআ প্রসঙ্গ-সহ তুলে ধরা হবে, যাতে সহজে বোঝা যায়—নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন। আমাদের বিবেচনায়, এ দিক থেকে সর্বোত্তম বই হলো শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্তানি ﷺ-এর *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থটি।

আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্ গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ রয়েছে: একটি বিস্তৃত, অপরটি সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত সংস্করণটি প্রকাশ করেছে রিয়াদের মুআস্সাসাতুল জারীসি, যেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৯৫ (চৌদ্দ শ পঁচানব্বই)। সংক্ষিপ্ত

সংস্করণেরও শিরোনাম একই, তবে সেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ১৮০ (এক শ আশি), কারণ তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুআর প্রেক্ষাপট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণী বাদ পড়েছে। *'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া'* শীর্ষক গ্রন্থটি হলো *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থের বিস্তৃত সংস্করণের অনুবাদ।

এ অনুবাদের মূল হিসেবে ব্যবহৃত মুআস্সাসাতুল জারীসি'র বিস্তৃত সংস্করণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. এ সংস্করণে শুধু দুআটুকু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি, বরং প্রত্যেকটি দুআ যে-হাদীসে আছে তার পূর্ণাঙ্গ পাঠ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন—নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন।

২. দুআর মর্মকথা ও প্রকারভেদ, দুআর মহত্ত্ব, দুআ কবুলের শর্ত, যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না, দুআ করার নিয়মকানুন, দুআ কবুলের সময়, দুআ কবুলের স্থান, নবি-রাসূলগণের ডাকে আল্লাহর সাড়া, যাদের দুআ কবুল হয়, ও মানুষের জীবনে দুআর গুরুত্ব—ইত্যাদি জরুরি বিষয়ের বিশদ পর্যালোচনা এ সংস্করণে তুলে ধরা হয়েছে, যার অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাদ পড়েছে।

৩. প্রত্যেকটি হাদীসের তাখ্রীজ (উৎস-নির্দেশ) করতে গিয়ে পাদটীকায় অসংখ্য হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। অনুবাদের সময় সেসব গ্রন্থের এক-দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. হাদীসের তাহ্কীক (মূল্যমান নির্ধারণ) এত বিস্তৃত পরিসরে করা হয়েছে যে, প্রায় প্রতিটি হাদীসের পর পাদটীকা যুক্ত করা হয়েছে ছয়-সাত পৃষ্ঠা পর্যন্ত। হাদীসের মূল্যমান নির্ধারণে মুহাদ্দিসদের এত দীর্ঘ চুলচেরা বিশ্লেষণ অনুবাদ-পাঠকদের জন্য খুব বেশি উপযোগী নয় বিধায়, অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের অনুসিদ্ধান্ত এক-দু শব্দে পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. রুক্ইয়া অংশে কুরআন-সুন্নাহ'য় উল্লেখকৃত চিকিৎসাপদ্ধতির পাশাপাশি একজন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর ন্যায় অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। (গ্রন্থের শেষভাগে 'মানসিক রোগব্যাধির চিকিৎসা'-অংশে দেওয়া পঁচিশ দফা পরামর্শ দ্রষ্টব্য।)

'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া' শীর্ষক সাড়ে তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এ অনুবাদ-গ্রন্থে একসঙ্গে তিনটি বিষয় স্থান পেয়েছে: যিকর, দুআ ও রুক্ইয়া। পাঠকবর্গ যেন দুআ-সংক্রান্ত বই বিভিন্ন জায়গায় অনায়াসে বহন করে নিয়ে যেতে পারেন এবং সব সময় সঙ্গে রাখতে পারেন—এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা অচিরেই এ গ্রন্থটিকে 'যিকর (হিস্নুল মুসলিম)', 'দুআ' ও 'রুক্ইয়া' শিরোনামে তিনটি ছোটো আকারের পুস্তিকা প্রকাশ করব, ইন শা আল্লাহ।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি

প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়া-মাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

আসুন, রাসূল ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করি, তাঁকে ডাকি এবং যে-কোনও প্রয়োজনের কথা তাঁকে বলি; তিনি সর্বশ্রোতা ও বান্দার ডাকে সাড়া দিতে সদাপ্রস্তুত।

রবের রহমত প্রত্যাশী
জিয়াউর রহমান মুন্সী
jiarht@gmail.com
২৯ মহররম ১৪৪১ হিজরি

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আমাদের ব্যক্তিসত্তার অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ কর্মকাণ্ডের বিপরীতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথ ভুলিয়ে দিতে পারে না; আর তিনি যাকে পথ ভুলিয়ে দেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই; আমি (আরও) সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ ও সাহাবিদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন!

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন (তাঁর) গোলামি করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"জিন ও মানুষকে আমি শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার গোলামি করবে। আমি তাদের কাছে কোনও রিয্ক চাই না, কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিয্কদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬–৫৮)

গোলামির একটি বড় ধরন হলো 'দুআ'। নবি ﷺ বলেছেন, "দুআই ইবাদাত।" এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনান:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের রব বলেছেন: আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা গাফির/ আল-মুমিন ৪০:৬০)[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭১৪, সহীহ।

بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আর আমার বান্দারা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তা হলে তাদের বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দিই, কাজেই তাদের উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর ঈমান আনা। (একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও) হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৮৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব; আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৫২)

প্রত্যেক সৃষ্টিই—স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়—আল্লাহর সামনে নত হয়ে আছে; প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে চলছে, তাদের প্রশংসার ধরন কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

"তুমি কি দেখো না—মহাকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে এবং যে-পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তারা সবাই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে? প্রত্যেকেই জানে তার সালাত আদায় ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা-কিছু করে আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আন-নূর ২৪:৪১)

আল্লাহ তাআলা (আরও) বলেন:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

"তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে সব জিনিসই। এমন কোনও জিনিস নেই, যা তাঁর প্রশংসা-সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা-কীর্তন বুঝতে পারো না। আসলে তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-ইসরা/ বানী ইসরাঈল ১৭:৪৪)

নবি ﷺ বলেন, "আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি, যা আমাকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর আগে সালাম দিত; আমি সেটিকে এখনও শনাক্ত করতে পারব।"[১] তা ছাড়া, নবি ﷺ-এর যুগে আল্লাহ তাআলা সাহাবিদেরকে খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ্ (প্রশংসা-পাঠ) শুনিয়েছেন:

[১] মুসলিম, ২২৭৭।

"খাবার খাওয়ার সময় আমরা খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ্ শুনতে পেতাম।"[১]

যিকর, যিকরের মহত্ত্ব ও দুআর ব্যাপারে বিদ্বানগণ বহু উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রটিকে অবহেলিত অবস্থায় ফেলে না রেখে, তারা এ বিষয়ে বিপুল-সংখ্যক গ্রন্থ লিখেছেন; এসব গ্রন্থকারদের শীর্ষে রয়েছেন ইমাম নববি, তার (কিতাবুল আয্কার শীর্ষক) গ্রন্থটি এ বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী বই, এ গ্রন্থের ব্যাপারে বলা হতো, "ঘরবাড়ি বিক্রি করে হলেও 'কিতাবুল আযকার' কেনো।"

যিকর-সংক্রান্ত কয়েকটি বই মনোযোগ-সহকারে পড়ার পর, আমার মনে ইচ্ছা জাগে—সেসব গ্রন্থ থেকে সহজ যিকর ও দুআ বিষয়ক সহীহ ও হাসান হাদীসগুলো একত্র করে, হাদীসের মূল গ্রন্থাবলির কোথায় কোথায় সেগুলো রয়েছে তা উল্লেখ করে দেবো; এর সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ করে দেবো হাদীসের গ্রন্থাবলিতে প্রাপ্ত অন্যান্য যিকর; আর এ গ্রন্থটিকে সাজানো হবে 'যিকর', 'দুআ' ও 'রুক্ইয়া'—এ তিন ভাগে।

এ গ্রন্থে আমি সেসব যিকর, দুআ ও রুক্ইয়া সংকলন করে দিয়েছি, যা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; যেসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ এ আমলগুলো করতেন, সেসব ক্ষেত্রে এ আমলগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে থাকা আবশ্যক।

গ্রন্থটির বিন্যাস নিম্নরূপ:

(প্রথমদিকে উল্লেখ করা হয়েছে—) কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত যিকর ও এর মহত্ত্ব এবং ইসলামের অত্যাবশ্যক ফরজ-ওয়াজিব বাদে, একজন মুসলিমের জীবনে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পরবর্তী রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেসব দুআ পাঠ করা জরুরি; এর মধ্যে রয়েছে সকাল-সন্ধ্যার যিকর, ঘুম থেকে জেগে ওঠা, ঘরে ঢুকা ও সেখান থেকে বের হওয়া ও অন্যান্য সময়ের যিকর ও দুআ।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে—দুআ কবুলের শর্তাবলি, যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না, দুআর শিষ্টাচার, দুআ কবুলের সময়, অবস্থা ও জায়গা এবং দুআ কবুলের কারণসমূহ।

এরপর তুলে ধরা হয়েছে এমন কিছু লোকের নমুনা, যাদের দুআ আল্লাহ কবুল করেন।

এরপর দুআর প্রতি নবি-রাসূলগণের গুরুত্বারোপ, দুআর গুরুত্ব ও মানুষের জীবনে দুআর অবস্থান—এসব বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এরপর পেশ করা হয়েছে কুরআনে উল্লেখকৃত দুআসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ, হোক তা নবি-রাসূলগণের দুআ কিংবা সৎলোকদের দুআ।

তারপর নবি ﷺ-এর সেসব দুআ তুলে ধরা হয়েছে, যা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে

[১] এটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ। বুখারি, ৩৫৭৯।

সংশ্লিষ্ট নয়।

এ-সবগুলোর পর রুক্‌ইয়া-ভিত্তিক চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত; এর মধ্যে রয়েছে—জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার আগের ও পরের চিকিৎসা, বদনজর বা কুদৃষ্টি লাগার আগের ও পরের চিকিৎসা, যেসব কার্যকারণ অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়, জিনে-ধরা মানুষের চিকিৎসা, মানসিক রোগের চিকিৎসা, আঘাত ও ক্ষতের চিকিৎসা, মুসিবত, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, বিপর্যয়, উদ্বেগ, আতঙ্ক ও ক্রোধের চিকিৎসা, কালিজিরা, মধু ও জমজমের পানি দিয়ে চিকিৎসা এবং আত্মিক রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি।

এ গ্রন্থে উল্লেখকৃত সকল হাদীসের তথ্যসূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি; আর এ কাজে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি শাইখ আলবানি, শাইখ আবদুল কাদির আরনাঊত, শাইখ শুআইব আরনাঊত ও আমাদের শিক্ষক ইমাম আবদুল আযীয ইবনু আব্‌দিল্লাহ ইবনি বায এর তাখ্‌রীজ (উৎস-নির্দেশ) থেকে। আল্লাহ তাদের সবাইকে সুরক্ষিত রাখুন ও উত্তম প্রতিদান দিন, এবং আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে তাদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন!

আমি এ গ্রন্থটির নাম দিয়েছি *'আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্'।*

আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম ও সমুন্নত গুণাবলির ওসীলায় তাঁর কাছে চাই—তিনি যেন আমার কাজকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করেন, এ জ্ঞান থেকে যেন আমার জীবদ্দশায় ও আমার মৃত্যুর পর আমাকে উপকৃত করেন, এবং এ জ্ঞান যাদের কাছে পৌঁছুবে তাদেরকে যেন তা থেকে উপকৃত করেন। তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক আর এসব করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই। আল্লাহ কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত রহমত ও বরকত নাযিল করুন আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, সাহাবিগণ ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

লেখক

সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্‌তানি

১৪০৬ হিজরির সূচনালগ্ন।

শক্তিশালী উপায়, অন্যতম উপকারী ঔষধ; এটি বিপদ-মুসিবতের শত্রু; এটি বিপদ প্রতিরোধ ও উপশম করে, মুসিবত ঠেকিয়ে রাখে ও অপসারণ করে; আর বিপদ-মুসিবত একান্ত এসে গেলে, দুআ সেটিকে সহজ করে দেয়; দুআ হলো মুমিনের মোক্ষম হাতিয়ার। দুআর সঙ্গে বিপদ-মুসিবতের সম্পর্ক তিন ধরনের:

১. দুআ মুসিবতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, এ ক্ষেত্রে এটি তা প্রতিরোধ করে;

২. যখন দুআ মুসিবতের চেয়ে দুর্বল হয়, তখন উভয়ের মধ্যে লড়াই হওয়ার পরই কেবল ব্যক্তিকে তা স্পর্শ করে, আর ততক্ষণে মুসিবত অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে;

৩. দুটিই সমান শক্তিশালী, ফলে উভয়ের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে, আর তাতে ব্যক্তি থাকে নিরাপদ।

[৩৯৩] ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-মুসিবত এসে গিয়েছে, আর যা এখনও আসেনি—উভয়টির ক্ষেত্রেই দুআ অত্যন্ত উপকারী; সুতরাং আল্লাহর বান্দারা, তোমরা দুআকে আঁকড়ে ধরো।" '[১]

[৩৯৪] সালমান ফারিসি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কেবল দুআই পারে তাকদীরের লিখন বদলে দিতে আর কেবল সদাচরণই পারে আয়ু বৃদ্ধি করতে।" '[২]

তৃতীয় অধ্যায়: দুআ কবুলের শর্ত ও যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না

দুআ ও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হলো অস্ত্রের মতো—যার কার্যকারিতা নির্ভর করে অস্ত্র-চালনাকারীর উপর, নিছক অস্ত্রের ধারের উপর নয়। যখন অস্ত্র হবে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত, বাহু হবে শক্তিশালী আর প্রতিবন্ধকতা থাকবে অনুপস্থিত, সেখানেই অস্ত্র দিয়ে শত্রুর উপর মোক্ষম আঘাত হানা সম্ভব; আর যেখানে এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনও একটির কমতি থাকবে, সেখানে অস্ত্রের প্রভাবও থাকবে কম। তাই, দুআ যদি নিজেই অক্ষম হয়, অথবা দুআকারী যদি তার অন্তর ও জিহ্বাকে একাত্ম করতে না পারে, কিংবা যদি দুআ কবুলের ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকে—তা হলে দুআর কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।[৩] দুআ কবুল হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আছে আর কী কী জিনিস দুআ কবুলের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে—তা পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

দুআ কবুলের শর্তাবলি

আভিধানিকভাবে শর্ত মানে নিদর্শন বা আলামত। পারিভাষিকভাবে, শর্ত হলো এমন বিষয় যার অনুপস্থিতিতে একটি বস্তুকে নেই বলে মনে করা হয়। দুআ কবুলের জন্য সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো:

---

[১] তিরমিযি, ৩৫৪৮, গরীব।

[২] তিরমিযি, ২১৩৯, হাসান গরীব।

[৩] ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, ৩৬, দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

প্রথম শর্ত: ইখলাস বা একনিষ্ঠতা

অর্থাৎ দুআ ও আমলকে সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা, পুরোটাই একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া, তাতে কোনও শির্ক না থাকা, মানুষকে দেখানো বা শোনানোর বিষয় না থাকা, ভঙ্গুর বস্তু না চাওয়া, তাতে কোনও ভণ্ডামি না থাকা, বরং বান্দা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে সাওয়াব প্রত্যাশা করবে, তাঁর শাস্তিকে ভয় পাবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠবে।

ইখলাসের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর মহিমান্বিত গ্রন্থে বলেন—

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

"তাদের বলে দাও—আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। তাঁর হুকুম হচ্ছে, প্রত্যেক ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখো এবং নিজের দ্বীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্য করে নিয়ে তাঁকেই ডাকো। যেভাবে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের আবার সৃষ্টি করা হবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৯)

فَادْعُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

"দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফিরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।" (সূরা গাফির ৪০:১৪)

أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

"সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে, (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদাত করি শুধু এই কারণে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিলো। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও হক অস্বীকারকারী।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৩)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনও হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দ্বীন।" (সূরা আল-বাইয়িনাহ্ ৯৮:৫)

[৩৯৫] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর পেছনে। তখন তিনি বলেন, "এই ছেলে! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি: আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তিনি তোমাকে সুরক্ষা দেবেন; আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তা হলে তুমি তাঁকে পাবে তোমার প্রতি মনোনিবেশকারী হিসেবে; কিছু চাইলে, আল্লাহর কাছে চেয়ো; আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ো। ভালো করে জেনে রেখো—সবাই মিলে তোমার কোনও কল্যাণ করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; আবার সবাই মিলে তোমার কোনও ক্ষতি করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর সহীফাগুলো(র কালি) শুকিয়ে গিয়েছে!" '[১]

আল্লাহর কাছে চাওয়ার মানে তাঁর কাছে দুআ করা ও তাঁর কাছে আকুতি পেশ করা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"আর যা-কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবিলায় বেশি দিয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষা করো না। যা-কিছু পুরুষেরা উপার্জন করেছে, তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। আর যা-কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে, তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের জন্য দুআ করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।" (সূরা আন-নিসা ৪:৩২)

দ্বিতীয় শর্ত: শারীআর আনুগত্য

এটি সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রেই শর্ত; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"বলো—আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি ওহি করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহ তোমাদের ইলাহ; কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তার সৎকাজ করা উচিত এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিজের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" (সূরা আল-কাহফ ১৮:১১০)

সৎকাজ বলতে ওই কাজকে বোঝানো হয়, যা আল্লাহ তাআলার শারীআর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই দুআ ও আমল উভয়টি হতে হবে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শারীআর মানদণ্ডে

[১] তিরমিযি, ২৫১৬, হাসান সহীহ।

উত্তীর্ণ।[১] তাই, ফুদাইল ইবনু ইয়াদ ﵀ নিচের আয়াতের তাফসীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝٢

"অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে (সমগ্র বিশ্ব-জাহানের) কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-মুলক ৬৭:১–২)

ফুদাইল ﵀ বলেন, 'কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম'-এর মানে কার কাজ অধিক একনিষ্ঠ ও সঠিক। লোকজন বলল, 'আবূ আলি! অধিক একনিষ্ঠ ও সঠিক কাজ কোনটি?' ফুদাইল ﵀ বলেন, "যদি আমল হয় একনিষ্ঠ, কিন্তু তা সঠিক হলো না, তা হলে তা কবুল হবে না; আবার আমল হলো সঠিক, কিন্তু তা একনিষ্ঠ নয়, সেটিও কবুল হবে না; কবুল হওয়ার জন্য তা একনিষ্ঠ ও সঠিক—উভয় মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। একনিষ্ঠ হওয়া মানে বিষয়টি আল্লাহর জন্য হওয়া, আর সঠিক হওয়া মানে সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া।" এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝١١٠

"বলো—আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি ওহি করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহ তোমাদের ইলাহ; কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তার সৎকাজ করা উচিত এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিজের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" (সূরা আল-কাহফ ১৮:১১০)

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝١٢٥

"সেই ব্যক্তির চাইতে ভালো আর কার জীবনধারা হতে পারে, যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে, সৎনীতি অবলম্বন করেছে এবং একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? ইবরাহীম-কে তো আল্লাহ নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন।" (সূরা আন-নিসা ৪:১২৫)

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ

[১] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৩/১০৯।

الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

"যে-ব্যক্তি নিজের চেহারা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল, সে যেন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আঁকড়ে ধরল। আর যাবতীয় বিষয়ের শেষ ফায়সালা রয়েছে আল্লাহরই হাতে।" (সূরা লুকমান ৩১:২২)

'চেহারা সমর্পণ করা' মানে ইচ্ছাশক্তি, দুআ ও আমলকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নেওয়া। আর (এ আয়াতে) সৎকর্ম মানে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করা।[১]

তাই, মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো তার সকল কাজে নবি ﷺ-এর অনুসরণ করা; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাঙ্ক্ষী এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে।" (সূরা আল-আহযাব ৩৩:২১)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

"বলে দাও: 'যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।' তাদের বলো: আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ না করে, তা হলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালোবাসবেন না, যারা (তাঁর ও তাঁর রাসূলদের) আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।" (সূরা আল ইমরান ৩:৩১–৩২)

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

"এবং তাঁর অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৫৮)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

"বলো, 'আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের হুকুম মেনে চলো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ

[১] মাদারিজুস সালিকীন, ২/৯০।

ফিরিয়ে নাও, তা হলে ভালোভাবে জেনে রাখো, রাসূলের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে জন্য রাসূল ﷺ দায়ী আর তোমাদের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই সৎপথ পেয়ে যাবে, অন্যথায় পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন হুকুম শুনিয়ে দেওয়া ছাড়া রাসূলের আর কোনও দায়িত্ব নেই।' " (সূরা আন-নূর ২৪:৫৪)

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যে-কাজ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারীআ অনুযায়ী হয় না, তা বাতিল।

[৩৯৬] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আমাদের এই দ্বীনে[১] যা নেই, তা যে-ব্যক্তি এখানে নতুন করে ঢুকাবে, সে বাতিল বলে গণ্য হবে।" '[২] মুসলিমের এক ভাষ্যে বলা হয়েছে, "যে-ব্যক্তি এমন কোনও কাজ করে, যে বিষয়ে আমাদের নীতি-নির্দেশ নেই, সে প্রত্যাখ্যাত।"[৩]

তৃতীয় শর্ত: আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, তিনি (বান্দার) ডাকে সাড়া দেবেন।

দুআ কবুলের জন্য অন্যতম বড় শর্ত হলো, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং (এ বিশ্বাস জাগরুক রাখা) যে, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান; কারণ আল্লাহ তাআলা কোনও কিছুকে বলেন 'হও!' আর অমনি তা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

"কোনও জিনিসকে অস্তিত্বশীল করার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দিই "হয়ে যাও" আর তা হয়ে যায়।" (সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬:৪০)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

"তিনি যখন কোনও কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২)

যে বিষয়টি ভালোভাবে জানা থাকলে, নিজের রবের উপর একজন মুসলিমের আস্থা বেড়ে যায় তা হলো—কল্যাণ ও অনুগ্রহের সকল ভাণ্ডার আল্লাহ তাআলার হাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

"এমন কোনও জিনিস নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই; আর আমি যে জিনিসই

[১] আক্ষরিক অর্থ 'আমাদের এই বিষয়ে/আদেশে'।
[২] বুখারি, ২৬৯৭।
[৩] মুসলিম, ১৭১৮।

অবতীর্ণ করি, একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি।" (সূরা আল-হিজ্‌র ১৫:২১)

[৩৯৭] আল্লাহ তাআলার উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসে কুদসিতে নবি ﷺ বলেন, "... আমার বান্দারা! যদি তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই এবং তোমাদের মানুষ ও জিন সকলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেককে তার চাওয়া-জিনিস দিয়ে দিই, তা হলে আমার কাছে যা আছে তাতে কোনও কমতি হবে না, সাগরে কোনও সুঁই ঢুকালে যেটুকু কমতি হয় সেটুকু বাদে।"[১]

এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও রাজত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাঁর রাজত্ব ও ভাণ্ডার অফুরন্ত; দানের ফলে তাতে কোনও কমতি হয় না; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জিন ও মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়ে তাঁর কাছে যা চাইবে, তা সব দেওয়া হলেও তাতে কোনও ঘাটতি হবে না।[২]

[৩৯৮] এ জন্য নবি ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর হাত ভরপুর; দিনরাত দান করলেও তাতে কোনও ঘাটতি দেখা দেয় না; তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর থেকে তিনি কী পরিমাণ দান করেছেন? এর ফলে তাঁর হাতে যা আছে তাতে কোনও কমতি হয়নি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর; আর তাঁর হাতে আছে ন্যায়দণ্ড, (এর ভিত্তিতে) তিনি (মানুষকে) উঁচু-নিচু করেন।"[৩]

একজন মুসলিম যখন এসব বিষয় ভালোভাবে জানবে, তখন তার দায়িত্ব হবে 'আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেবেন'-মর্মে পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহকে ডাকা, যেমনটি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৯৯] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ সাড়া দেবেন—এই বিশ্বাস নিয়ে তোমরা আল্লাহকে ডাকো। ..." '[৪]

তাই, নবি ﷺ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ ওই মুসলিমের ডাকে সাড়া দেবেন, যে শর্ত পালন করে, শিষ্টাচার মেনে কাজ করে এবং (দুআ কবুলের পথে) যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে তা থেকে দূরে থাকে।

[৪০০] তাই নবি ﷺ বলেছেন, "কোনও মুসলিম যদি আল্লাহর কাছে এমন দুআ করে, যার মধ্যে কোনও পাপ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের বিষয় নেই, তা হলে আল্লাহ তাকে তিনটির যে-কোনও একটি অবশ্যই দেবেন: (১) হয় দ্রুত তাকে তার দুআর ফল দেওয়া হবে, অথবা (২) এটিকে তার আখিরাতের জন্য জমা রাখা হবে, নতুবা (৩) তার কাছ থেকে অনুরূপ কোনও অনিষ্ট দূর করে দেওয়া হবে।" (এ কথা শুনে) সাহাবিগণ বলেন, "তা হলে আমরা বেশি বেশি দুআ করব!" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর দয়া তোমাদের

[১] মুসলিম, ২৫৭৭।
[২] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪৮।
[৩] বুখারি, ৪৬৮৪।
[৪] তিরমিযি, ৩৪৭৯, গরীব।

দুআর চেয়ে অনেক বেশি!" '[১]

চতুর্থ শর্ত: অন্তরকে হাজির ও বিনীত রাখা

অর্থাৎ অন্তরের উপস্থিতি, বিনয়, আল্লাহর কাছে সাওয়াব লাভের আগ্রহ ও তাঁর শাস্তির ভয় থাকা। আল্লাহ তাআলা যাকারিয়্যা ﷺ ও তাঁর পরিবারের লোকদের প্রশংসা করে বলেছেন—

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

"আর যাকারিয়্যা'র কথা (স্মরণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল: "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" কাজেই আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করেছিলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম। তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করত, আমাকে ডাকত আশা ও ভীতি-সহকারে এবং আমার সামনে থাকত অবনত হয়ে।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৯–৯০)

সুতরাং মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো, দুআর সময় তার অন্তরকে হাজির রাখা। দুআ কবুল হওয়ার শর্তগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটি ইমাম ইবনু রজব বলেছেন।[২]

[৪০১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সাড়া দেবেন—এই বিশ্বাস নিয়ে তোমরা আল্লাহকে ডাকো। ভালোভাবে জেনে রাখো, গাফিল ও অমনোযোগী অন্তর নিয়ে দুআ করলে, আল্লাহ তাতে সাড়া দেন না।" '[৩]

যিকর ও দুআ করার সময় অন্তরকে হাজির ও বিনীত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সাঁঝে, মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে, ভীত-বিহ্বল চিত্তে ও অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০৫)

---

[১] আহমাদ, ৩/১৮, ১১১৩৩, ইসনাদটি সহীহ।
[২] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪০৩।
[৩] তিরমিযি, ৩৪৭৯, গরীব।

পঞ্চম শর্ত: দৃঢ়তা বজায় রাখা

একজন মুসলিম যখন তার রবের কাছে কিছু চায়, তখন তার উচিত দুআর মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থিরতা বজায় রাখা। এ জন্য নবি ﷺ দুআর মধ্যে ব্যতিক্রম বা শর্ত রাখতে নিষেধ করেছেন।

[৪০২] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন দুআ করে, তখন তার উচিত দুআর মধ্যে দৃঢ়তা বজায় রাখা, সে যেন এ কথা না বলে—'হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে দাও', কারণ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ করার মতো কেউ নেই।" '[১] অপর এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহর উপর কোনও বল-প্রয়োগকারী নেই।"

[৪০৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে—হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ করে দাও; হে আল্লাহ! তোমার মর্জি হলে আমার উপর দয়া করো; বরং তার উচিত চাওয়ার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা বজায় রাখা এবং পূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে নিজের আকুতি পেশ করা; কারণ আল্লাহর জন্য কোনও কিছুই এত বড় নয় যে, তিনি তা দিতে পারবেন না।" '[২]

যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না

যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না, তার কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম প্রতিবন্ধকতা: খাবার, পানীয় ও পোশাকে হারামের আধিক্য

[৪০৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন; আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওই নির্দেশই দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছিলেন নবিদেরকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

"ওহে রাসূলগণ! পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা-কিছুই করো না কেন, আমি তা ভালোভাবেই জানি।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:৫১)

তিনি (আরও) বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তা হলে যে-সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি, সেগুলো খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৭২)"

এরপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সফরের দরুন যার চুল উশকোখুশকো, চেহারা ধুলামলিন; সে হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছে 'রব আমার! রব আমার!' কিন্তু তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম, আর তার পরিপুষ্টি

[১] বুখারি, ৬৩৩৮।
[২] মুসলিম, ২৬৭৯।

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশনাসমূহ

	বই	লেখক
০১	রাসূলের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০২	সাহাবিদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০৩	তাবিয়িদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀
০৪	সীরাতুন নবি ﷺ (১)	শাইখ ইবরাহীম আলি
০৫	সীরাতুন নবি ﷺ (২)	শাইখ ইবরাহীম আলি
০৬	সীরাতুন নবি ﷺ (৩)	শাইখ ইবরাহীম আলি
০৭	মৃত্যু থেকে কিয়ামাত	ইমাম বাইহাকি ﵀
০৮	আত্মশুদ্ধি	আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী ﵀
০৯	আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল	ইমাম ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া ﵀
১০	জীবিকার খোঁজে	ইমাম মুহাম্মাদ ﵀
১১	বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া	শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহতানি ﵀

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশিতব্য বইসমূহ

	বই	লেখক
০১	দুআ, যিক্‌র ও চিকিৎসা	সাঈদ ইবনু আলি কাহ্‌তানি ﵀
০২	মুসলিমের সুরক্ষা [হিসনুল মুসলিম]	সাঈদ ইবনু আলি কাহ্‌তানি ﵀
০৩	সীরাতুন নবি ﷺ (৪)	শাইখ ইবরাহীম আলি
০৪	কিতাবুয যুহদ	ইমাম আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল মুবারক ﵀
০৫	সময়কে কাজে লাগান	ইবনু রজব হাম্বালি ﵀
০৬	ইসলাম ও জ্ঞান	ইবনু আব্‌দিল বার্‌ ﵀
০৭	মাদারিজুস সালিকীন	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ্‌ ﵀
০৮	ইসলাম ও কলম	খতীব বাগদাদি ﵀

[১১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:
"তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না। যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করা হয়, শয়তান ওই ঘর থেকে পালিয়ে যায়।"[১]

সালাতে কুরআন পাঠের মহত্ত্ব

[১২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:
"তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে—সে তার পরিবারের কাছে ফিরে এসে দেখবে, তার তিনটি বড় আকারের নাদুসনুদুস গর্ভবতী উষ্ট্রী আছে?"[২]
আমরা বলি, "হ্যাঁ!" নবি ﷺ বলেন:
"তা হলে তোমাদের কেউ যদি সালাতে তিনটি আয়াত পাঠ করে, তা হবে তার জন্য তিনটি বড় আকারের নাদুসনুদুস গর্ভবতী উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম।"[৩]

[১৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:
"যে-ব্যক্তি এ ফরজ সালাতগুলো সঠিকভাবে আদায় করবে, গাফিলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না; আর যে-ব্যক্তি একরাতে এক শ আয়াত পাঠ করবে, গাফিলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম লেখা হবে বিনয়ী লোকদের তালিকায়।"[৪]

[১৪] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:
"যে-ব্যক্তি (রাতের সালাতে) দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করবে, গাফিলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না; যে-ব্যক্তি (রাতের সালাতে) দাঁড়িয়ে এক শ আয়াত পাঠ করবে, তার নাম লেখা হবে বিনয়ী লোকদের তালিকায়; আর যে-ব্যক্তি (রাতের সালাতে) দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, তার নাম লেখা হবে বিপুল-সাওয়াবের-অধিকারী লোকদের তালিকায়।"[৫]

[১৫] তামীম দারি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:
"যে-ব্যক্তি একরাতে এক শ আয়াত পাঠ করবে, তার আমলনামায় একরাত আল্লাহর সামনে বিনীত থাকার সাওয়াব লেখা হবে।"[৬]

[১৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন,
"(অপরের কোনও কিছুর জন্য) ঈর্ষা করা যাবে না, তবে দুটি বিষয় এর ব্যতিক্রম:
(১) কোনও ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন(-এর জ্ঞান) দিয়েছেন আর সে তা দিনরাত অনুসরণ করে, এবং
(২) কোনও ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা দিনরাত (ভালো কাজে)

---

[১] মুসলিম, ৫৩৯।
[২] মরুভূমির জাহাজখ্যাত উট হলো মরুচারী বেদুইনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। (অনুবাদক)
[৩] মুসলিম, ৮০২।
[৪] ইবনু খুযাইমা, ১১৪২; হাকিম, ১/৩০৮, সহীহ।
[৫] আবূ দাউদ, ১৩৯৮, সহীহ।
[৬] আহমাদ, ৪/১০৩, সহীহ।